যুগান্তর

তারিখ 07 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে জাবি রণক্ষেত্র

• জাবি প্রতিনিধি

সারাদেশ যখন কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে উত্তাল তখন ছাত্রী উত্ত্যক্তের জের ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই হলের নেতাকর্মীরা সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বুধবার দুপুর আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় আ ফ ম কামাল উদ্দিন হল ও বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে রামদা, পাইপ, রড, লাঠিসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ ঘটনায় উভয় হলের প্রায় ১০ থেকে ১২ জন নেতাকর্মী আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে সাধারণ শিক্ষার্থীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকলে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ফার্মেসি বিভাগের কামরুল হাসান রিয়াদ তার বান্ধবী নিয়ে সুইমিং পুল এলাকায় বেড়াতে যায়। এ সময় কামাল উদ্দিন হলের ছাত্রলীগ কর্মী, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৩৮তম ব্যাচের পারভেজ ও অর্থনীতি বিভাগের ৪০তম ব্যাচের শাওন তার বান্ধবীকে উত্ত্যক্ত করে।

এ ঘটনার পর ওই রাতেই রিয়াদ তার বান্ধবীকে নিয়ে বটতলায় খেতে গেলে সেখানে সাবকুর দোকানে পারভেজ ও শাওন রিয়াদকে চড়-থাপ্পড় মারে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রলীগ কর্মী বুলবুল। এসময় উল্লেখিত ওই দুই কর্মী বুলবুলকেও মারধর করে। এ ঘটনায় উভয় হলের নেতাকর্মীরা রাত ১১টার দিকে মওলানা ভাসানী হলে সমঝোতা

রণক্ষেত্র : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুধবার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ চলাকালে দেশীয় অস্ত্র হাতে এক গ্রুপের মহড়া

রণক্ষেত্র : জাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বৈঠকে বসে। কিন্তু কোন সমাধান ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। বুধবার দুপুরে বটতলা এলাকায় ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের ইঙ্গিতে [illegible] পরে হয়। [illegible] উভয় হলের নেতাকর্মীরা। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে। পরবর্তী সময়ে প্রক্টর ড. সোহেল আহমেদ ও ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি, সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদ রাসেল, জোনায়েদুল হক পারভেজ, সুমন, রাশেদুল হাসান রাসেল, হাওলাদার মুহিবুল্লাহ, খলিলুর রহমান আনোয়ারসহ অন্যান্য ছাত্রলীগ নেতার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

প্রক্টর ড. সোহেল আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, আমি খবর পাওয়ার পরপরই ছুটে আসি। পরে ছাত্রলীগের নেতাদের সহায়তায় উভয় পক্ষকে শান্ত করি। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি করা হবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি ও সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদ রাসেল বলেন, জুনিয়র কর্মীদের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধানও করেছি। এরপরও যারা এ ঘটনায় ইন্ধন দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। প্রকৃত দোষীদেরও সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে।